ফুলের ঘ্রাণের মতো আমার কন্যারা

সরকার আমিন

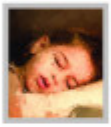

শৈশবে শুনতাম, আরব দেশে এক সময় আইয়ামে জাহেলিয়াত ছিল। আইয়ামে জাহেলিয়াতের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল যে কন্যাসন্তান জন্ম নিলে তাকে জীবন্ত পুঁতে ফেলা হতো। এটা আমার শিশুমনে খুব প্রতিক্রিয়া তৈরি করেছিল যে, কোনো বাবা-মা বা পরিবার কন্যাসন্তানকে কীভাবে পুঁতে ফেলতে পারত? আমার কাছে এটা একটা প্রশ্ন ছিল।

ছবি : : নাঈম কালাম

পরে অবশ্য জেনেছি যে, এটি কোনো সাধারণ ঘটনা ছিল না। ওই অন্ধকার যুগে কন্যাসন্তানকে পুঁতে ফেলা একটি অস্বাভাবিক ঘটনাই ছিল। যেমন এখন আমরা কখনও কখনও শুনতে পাই পিতা কর্তৃক সন্তান হত্যার ঘটনা, নির্যাতনের ঘটনা বা নারী সন্তানকে হত্যা করা হচ্ছে। এ রকমটা পৃথিবীতে আমরা শুনতে পাই কিন্তু এগুলো সমাজের ব্যতিক্রমী ঘটনা।

ব্যতিক্রমধর্মী ঘটনা কেন ঘটে? নানা কারণে ঘটতে পারে। এর মধ্যে একটি কারণ মনস্তাত্ত্বিক, যারা কন্যাসন্তানকে নির্যাতন বা হত্যা করে কিংবা করার কথা ভাবে তারা মূলত অ্যাবনরমাল, মানসিকভাবে স্বাভাবিক প্রকৃতির নয়। তবে এই মনস্তাত্ত্বিক বিকলন শুধু কন্যাশিশুর ক্ষেত্রেই হচ্ছে এমন নয়, কন্যাদের ক্ষেত্রেও হচ্ছে। কীভাবে হচ্ছে তার একটি উদাহরণ দিই– ঢাকা শহরে গৃহপরিচারিকা নামে যেসব বাচ্চা কাজ করে, আপনি দেখবেন প্রতিটা পরিবারে একটা সাধারণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তাদের নির্যাতন করা। হয়তোবা ১০০ পরিবারের পাঁচটা পরিবারে কাজের মেয়েরা মানুষের মর্যাদা নিয়ে থাকে কিন্তু বাকি ৯৫ ভাগ পরিবারে যারা কাজ করে, তারা আসবাবপত্রের মতো হয়ে যায়। অনেকে বলবেন, না, আমরা তো ভালো ব্যবহার করি। ভালো ব্যবহার করা আর মর্যাদা দান করা এক জিনিস নয়। তাকে নিয়ে আপনি একই ডাইনিং টেবিলে বসে খাবেন না, অতিথি এলে পরিচয় করিয়ে দেবেন না, ডেকে নিয়ে একসঙ্গে টিভি দেখবেন না, সে কর্নারে বসে চুপিচুপি দেখছে একটা অনুষ্ঠান। মানে তাকে আপনি সন্তানের মতো মূল্য দিতে রাজি না। এটি ৯৫ ভাগ পরিবারে ঘটে।

গার্মেন্ট কারখানায় কন্যাশিশুদের ব্যবহার করা হচ্ছে, এখন অবশ্য ১৮ বছরের কম শিশুদের চাকরি দেওয়া হচ্ছে না। কিন্তু ১৮ হয়ে গেলেই কি কন্যাশিশু কন্যার অধিকার থেকে বঞ্চিত হবে? অবশ্যই হবে না। সেখানে কিন্তু নানারকম শোষণ চলছে, অন্যায় চলছে। তারা যে পরিমাণ কাজ করছে, সেই পরিমাণ